

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26865 - রমযানরে কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করা য়ে, পরবর্তী রমযান শুরু হয়ে যায়

প্রশ্ন

হায়যেরে কারণে আমি রমযানরে কয়কেদনি রোযা থাকতে পারনি। এটা কয়কে বছর ঘটছে। এ পর্যন্ত আমি সবে রোযাগুলো পালন করনি। এখন আমার কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমামগণরে সর্বসম্মতক্রমে য়ে ব্যক্তি রমযানরে কচ্ছি রোযা ভঙেগছে। পরবর্তী রমযান আসার আগই সবে রোযাগুলোর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজবি।

এ অভিমতরে সপক্ষে তারা দলিল দনে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদিসি তনি বলেন: "আমার উপর রমযানরে য়ে রোযাগুলো কাযা থাকত সগেলো শাবান মাসে ছাড়া কাযা পালন করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অবস্থানরে কারণে।"

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ):

শাবান মাসে কাযা রোযা শেষে করার তার য়ে আগ্রহ এর থেকে বুঝা যায় য়ে, পরবর্তী রমযান প্রবশে করা পর্যন্ত কাযা রোযা পালনে দরৌ করা জায়যে নয়।[সমাপ্ত]

যদি পরবর্তী রমযান শুরু হয়ে যায় তাহলে দুইটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

কোন ওজররে কারণে বলিম্ব করা। য়মেন- যদি অসুস্থ থাকে এবং পরবর্তী রমযান চলে আসা পর্যন্ত অসুস্থতা অব্যাহত থাকে; সক্ষেত্রে বলিম্বরে কারণে তার গুনাহ হবে না। য়হেতু সবে ওজরগ্রস্ত। তাকে শুধু কাযা পালন করতে হবে। সবে য়ে দনিগুলোর রোযা ভঙেগছে সবে দনিগুলোর কাযা পালন করবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দ্বিতীয় অবস্থা:

কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করা। উদাহরণতঃ তার কাযা পালন করার সুযোগ ছিল; কিন্তু সে পালন করেনি। এর মধ্যে পরবর্তী রমযান এসে গেছে। এ ব্যক্তি ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। সকল ইমাম একমত যে, তার উপর কাযা পালন করা ওয়াজবি। কিন্তু, কাযা পালনের সাথে প্রতদিনের বদলে একজন করে তাকে মসিকীন খাওয়াতে হবে কনি- এ বিষয়ে তারা মতভেদে করছেন।

ইমাম শাফয়ে, মালকে ও আহমাদরে মতে, তার উপর খাওয়ানো ওয়াজবি। তারা কোন কোন সাহাবী থেকে যে অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে; যমেন আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সেটো দয়িে দললি দনে।

আর ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছ- কাযা পালন করার সাথে খাবার খাওয়াতে হবে না।

তনি দললি দনে যে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করছে আল্লাহ্ তাকে শুধু কাযা পালন করার নরিদশে দয়িে দনে; খাবার খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেনি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৬৬), আল-মুগনি (৪/৪০০)

ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দ করছেন। তিনি তাঁর সহি কতিবে বলেন: ইব্রাহিম নাখায়ি বলছেন: যদি অবহলো করে এবং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে সে দুই রোযাই রাখবে। তিনি খাবার খাওয়ানোকে তার উপর আবশ্যিক মনে করতেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুরসাল সনদে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, তারা খাওয়ানোর অভিমত পোষণ করতেন। এরপর ইমাম বুখারী বলেন: আল্লাহ্ খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেনি। তিনি উল্লেখ করছেন: “অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'খাওয়ানো ওয়াজবি নয়' এ অভিমতটি সাব্যস্ত করতে গয়িে বলেন: যদি সাহাবীদের মতামত কুরআনের বাহ্যিকি ভাবে বিপরীত হয় তাহলে সেটাকে দললি হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে। এ মাসযালাতে খাওয়ানোটাকে আবশ্যিক করা কুরআনের বাহ্যিকি ভাবে বিপরীত। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র অন্য দিনগুলোতে কাযা পালন করা আবশ্যিক করছেন। এর চয়ে বেশি কিছু আবশ্যিক করেনি। অতএব, আমরা আল্লাহ্ বান্দাদের উপর এমন কিছু আবশ্যিক করতে পারিনি যা আল্লাহ্ তাদের উপর আবশ্যিক করেনি; এমন কোন দললি ছাড়া যে দললিরে মাধ্যমে ব্যক্তির দায় মুক্ত হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে অভিমত বর্ণিত হয়েছে সেটো পালন করাকে মুস্তাহাব হিসাবে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ব্যাখ্যা করা যতে পারে; ওয়াজবি হিসেবে নয়।

অতএব, এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমত হচ্ছে-আমরা তাকে রোযা রাখার চয়ে বশে কন দায়ত্ব দবি না। তবে, বলিম্ব করার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।[সমাপ্ত]

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াজবি হল: কাযা পালন করা। তবে, সতরুতামূলক কটে যদি প্রতদিনে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ায় তাহলে সেটো ভাল।

প্রশ্নকারী বনেরে কর্তব্য হল: যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া কাযা রোযা পালনে বলিম্ব করে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণে গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নবিনে।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে পারি তিনি যেনে আমাদেরকে তার প্রিয় ও সন্তুষ্টমূলক আমল করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।